

পাঠকের ভাললাগা মন্দলাগা ●●●



'Oedipus Rex'-এর প্রসঙ্গটি টেনে অত্যন্ত সহজভাবে বিচারের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন লেখিকা। শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীর “সময়ের বুকে কত ক্ষত জমে আছে” যেখানে শহীদজায়া আজও বুকের গহীনে পুষে রেখে ঘাতকের বিচার প্রার্থনা করছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তসলিমা নাসরীনের আবেদনটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এর আগের অনেক সংখ্যায় সম্পাদক নাসরীনের বিদেশে থাকার অনেক যাতনার কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরে দেশবাসীর কাছে এবং সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রগতিশীল এই সুলেখিকা ও কবিকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে। শুনেছি, তাঁর বাংলাদেশের পাসপোর্ট পর্যন্ত নবায়ন করা হচ্ছে না। বর্তমানের এই পালাবদলের সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি একটি ঐকান্তিক কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে না তাঁকে ফিরিয়ে আনতে?

এ সংখ্যায় জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে “The Language of God” নামের খ্যাতনামা পুস্তকটির ওপর; এছাড়াও শহিদুল ইসলামের ‘বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা’, বন্যা আহমেদের ‘এভু ডেভু’, ত্রিপুরা শঙ্কর সেনের ‘বাংলার মনীষীদের শিক্ষা ভাবনা’ প্রবন্ধগুলো মুক্তাশ্বেষার এ সংখ্যাটিকে যেমনি তথ্যসমৃদ্ধ করেছে, তেমনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। আমি এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মুক্তাশ্বেষার ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটি পড়ে মনে হল বিজ্ঞান যুক্তি দর্শন ও সাহিত্যের মূর্ত-বিমূর্ত বিষয়সমূহের সামগ্রিক উপস্থাপনে পত্রিকাটি আলোকবর্তিকার মতই দ্যুতি ছড়াচ্ছে। জ্ঞান আংশিক কোন ধারণা নয়, নানা শাখার সম্মিলিত প্রয়াসই জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দান করে। বিজ্ঞান, গবেষণা, দর্শন, দেশপ্রেমসহ সাম্প্রতিক ইস্যু সব কিছু মিলিয়ে চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যিক উপস্থাপনা পত্রিকাটিকে অনবদ্য করে তুলেছে।

“নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় হিন্দু মিথলজি” শিরোনামে অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের দেয়া বক্তৃতাটি গণবিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মৌলিক গবেষণাপ্রসূত বক্তৃতাটি মুক্তাশ্বেষার এই সংখ্যায় ছাপা অবস্থায় দেখে নিবিড়ভাবে পাঠে ভিন্ন স্বাদের আনন্দ পেয়েছি। “মরে যাবার অনুভূতি কেমন?”- চিরন্তন আত্মহের এই বিষয়টির ওপর রহমান ম. মাহবুবের লেখাটি বেশ তথ্যসমৃদ্ধ- ততোধিক ভাল লেগেছে এর উপসংহারটি যেখানে টিথোনাম প্রসঙ্গ এনে মৃত্যু সম্পর্কে অভয়দান করা হয়েছে। মৃত্যুকে দেখান হয়েছে জীবনের এক আশীর্বাদ হিসেবে। অসাধারণ লেগেছে সেলিনা হোসেনের “কেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই” লেখাটি যেখানে

লিজা শারমিন
শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ
গণবিশ্ববিদ্যালয়
সাতার, ঢাকা